আর মুশরিকদের
সাথে যুদ্ধ কর
সমবেতভাবে
আত তামকীন

প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকেই খিলাফাহ বহু বছর ধরে মুসলিমদের ডাক দিয়ে আসছে আল্লাহর ﷻ শত্রুদের বিরুদ্ধে গর্জে উঠে জিহাদ করার জন্য যাতে আল্লাহর কালিমা বুলন্দ হয় আর মুসলিমরা হয় ঐক্যবদ্ধ। বহু মুজাহিদ জামায়াত একীভূত হয়ে এবং আমিরুল মু'মিনের প্রতি বায়াত ঘোষণা করে সেই ডাকে প্রবল ভাবে সাড়া দেয়, কিছু জামায়াত আঞ্চলিক নেতা মনোনয়ন করে যাতে খলিফা তাকে আমির হিসেবে নিয়োগ দিতে পারেন।

এভাবেই খিলাফাহ ইরাক এবং শামে এর নিয়ন্ত্রিত ভূমিকে ছাপিয়ে অন্যান্য ভূমি সমূহে দ্রুত বিস্তার লাভ করে। ইরাক এবং শাম হচ্ছে মুসলিমদের সেই দুই ভূমি যা ক্রুসেডারদের দ্বারা জবরদখলকৃত ছিল আর তাদের তাগূত দালালদের বদৌলতে কৃত্রিম সীমান্ত দ্বারা বিভাজিত ছিল। তাদের কৃত্রিম সীমান্তকে ভেঙ্গে দিয়ে তাদের ভূমি সমূহকে এক করে সেখানে শরীয়ত কায়েম করে খিলাফাহ অন্যান্য ভূমিতে বিস্তার লাভ করে, এভাবেই খিলাফাহ প্রমাণ করে দেয় যে এই উম্মাহকে ঐক্যবদ্ধ করা অসম্ভব ছিল না, যতক্ষণ না সেই প্রচেষ্টার ভিত্তি হয় তাওহীদ। দাওলাতুল ইসলাম এই ধরনের একতারই ডাক দিয়েছে - এমন একতা যা ক্ষণস্থায়ী রাজনৈতিক লাভের জন্য তাওহীদ বিসর্জন না দিয়ে তাওহীদের পরিপূর্ণ হক্ব আদায় করবে এবং এমন একতার জন্যই সারা বিশ্বের সত্যনিষ্ঠ মুজাহিদগণ দীর্ঘকাল ধরে প্রতীক্ষা করেছেন। সে কারণেই যখনই খিলাফাহ এর ডাক দিয়েছে, তার সাড়া অনুরণিত হয়েছে চতুর্দিক থেকে . . . যেমনটা এসেছে সিনাই, লিবিয়া, আলজেরিয়া, ইয়েমেন আর আরব উপদ্বীপ থেকে।

মুজাহিদিনদের সমবেত করা হয় তাওহীদের উপর ঐক্যবদ্ধ করার জন্য এবং সমগ্র পৃথিবীর প্রতিটি কোণের প্রতিটি মুশরিকের বিরুদ্ধে সারিবদ্ধ করার জন্য যেমনটি আল্লাহ ﷻ তাদের নির্দেশ দিয়েছেন, "আর মুশরিকদের সাথে তোমরা যুদ্ধ কর সমবেতভাবে, যেমন তারাও তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে যাচ্ছে সমবেতভাবে" [আত তাওবাহঃ ৩৬]। দাওলাতুল ইসলামের প্রসার রোধ এবং এর ধ্বংসের উদ্দেশে মুশরিকরা একত্রিত হওয়ায় কুফরের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধ দ্রুতই তীব্র হয়ে উঠে। কিন্তু একের পর এক মুজাহিদিন জামায়াত খিলাফাহর পতাকাতলে সম্মিলিত হতে থাকে। খোরাসান, পশ্চিম আফ্রিকা, সোমালিয়া, পূর্ব এশিয়া, মালি... সমগ্র মুসলিম বিশ্বে তা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং যেখানেই বায়াত দেয়া হয় সেখানেই কুফফারদের উপর আক্রমণ সংঘটিত হয়। মুজাহিদগণ এগিয়ে যান আর যেখানেই কুফফারদের পান সেখানেই তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন, এক্ষেত্রে তারা একজন মুশরিক ক্রুসেডার আর একজন মুরতাদ দালালদের মধ্যে কোনই পার্থক্য করেন না।

এরই ধারাবাহিকতায় খিলাফাহর আট ইনগিমাসি সেনা উলাইয়াত কাওকাযের গ্রোজনি শহরের উত্তর পশ্চিমে নাওরাস্কায়া গ্রামে অবস্থিত রাশিয়ান ন্যাশনাল গার্ডের ঘাঁটি আক্রমণ করে। রাতের অন্ধকার আর কুয়াশাচ্ছন্ন আবহাওয়ার সুযোগ নিয়ে তারা সামরিক ঘাঁটিটির দিকে এগিয়ে যায়, যদিও তাদের কাছে

বাংলার ভূমিতে খিলাফাহ'র সৈনিকদের অতর্কিত হামলায় হতবিহ্বল তাগূত

ছুরি ছাড়া কোন অস্ত্র ছিলনা তদুপরি তা তাদের আল্লাহ’র ﷻ অবাধ্য শত্রুদের আক্রমণের ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্ত করতে পারে নি। বরং এটা তাদের আল্লাহ’র ﷻ প্রতি সত্যনিষ্ঠার পরিচয়ই বহন করেছে। মুজাহিদদের এই ছোট দলটি - যারা দশ দিন ধরে এই অপারেশনের জন্য প্রস্তুতি নিয়েছিলেন - ঘাঁটিটিতে থাকা সৈন্যদের ছুরিকাঘাত করে তাদের অস্ত্রগুলো জব্দ করেন। তারপর কয়েক ঘণ্টা ধরে সংঘর্ষ চলে, অন্তত ছয় কাফির সেনা নিহত হয় এবং আরও তিনজন আহত হয়। ছয় মুজাহিদ শাহাদাত বরণ করেন, বাকি দুইজন নিরাপদে তাদের জায়গায় ফিরে যান।

চেচনিয়ায় রাশিয়ান ঘাঁটিতে এই দুঃসাহসিক আক্রমণের সমসাময়িকতায় খিলাফাহর সৈনিকগণের দ্বারা আরেকটি হামলা হয় কয়েক হাজার মাইল দূরে অবস্থিত বাংলার মাটিতে। ইসতিশহাদী মুজাহিদ আবু মুহাম্মাদ আল-বাঙ্গালী এগিয়ে যান ঢাকা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের একটি চেকপয়েন্টের দিকে, ঢুকে পড়েন মুরতাদ বাঙ্গালী পুলিশদের মাঝে, বিস্ফোরণ ঘটান তার বিস্ফোরক কোটের, এতে মুরতাদদের অন্তত তিন জন মারা যায় সাথে আরও অনেকে আহত হয়। মাত্র একদিন পরেই সিলেট অঞ্চলে মুরতাদ বাঙ্গালী সেনারা মুজাহিদদের এক ঘাঁটিতে হামলার চেষ্টা চালায়, এসময় মুজাহিদদের বোমার বিস্ফোরণে কয়েক ডজন মুরতাদ হতাহত হয়। এছাড়া এর এক সপ্তাহ আগে আরেক মুজাহিদ বিস্ফোরক কোট দিয়ে আক্রমণ করেন ঢাকার আশকোনায় এলিট ফোর্সের এক ঘাঁটিতে।

বাংলা আর কাওকাযের এই হামলাগুলো ক্রুসেডার ও মুরতাদ সেনাবাহিনীতে কম্পন সৃষ্টি করে, সিলেটের অভিযানে বাংলার মুজাহিদগণ এলিট ফোর্সের (RAB) গোয়েন্দা বিভাগের পরিচালক মুরতাদ লেফটেনেন্ট কর্নেল আবুল কালাম আজাদকে হত্যা করেন, এরকম উল্লেখযোগ্য কমান্ডার হত্যা করে তারা মুরতাদ বাহিনীর রক্তপাত ও প্রতিহত করার সক্ষমতা প্রদর্শন করেন। একইভাবে কাওকাযের মুজাহিদিন রাশিয়ান ক্রুসেডার বাহিনীকে তাদের নিজ ঘাঁটিতে টার্গেট এবং অতর্কিত আক্রমণ করে তাদের সক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করেন। এই অভিযানগুলো সব কুফফার দলগুলোকে মনে করিয়ে দিয়েছে যে দাওলাতুল ইসলামের সেনাবাহিনী পৃথিবীর যেখানেই কুফফারদের পাবে সেখানেই তাদের অভিযান চালিয়ে যাবে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ’র ﷻ কালিমা বুলন্দ হয় আর কুফফারদের কালিমা হয় অপদস্থ।

আল্লাহ আমাদের শুহাদাগণকে কবুল করুন এবং তাদের জায়গায় এমন মানুষ এনে দিন যারা তাওহীদের পতাকা বহন করা চালু রাখবে। আমিন।